বেতার নাটকে হরবোলা

সুনীল আদক (হরবোলা)

আমাদের দেশে চৌষট্টিটি শিল্পকলা আছে। তার মধ্যে হরবোলা একটি বিশেষ শিল্প। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে এই 'হরবোলা' শব্দটির নামকরণ ছিল না। কিছু মানুষ মুখ দিয়ে এক-একটা শব্দ বা আওয়াজ বার করত। লোকে বলত—ও কুকুরের আওয়াজ বা বেড়ালের আওয়াজ বা শেয়ালের আওয়াজ জানে। মানুষ কাজের ফাঁকে বা বাড়ির বৈঠকখানায় কিংবা কোন আড্ডার আসরে বসে কোন আওয়াজ বা শব্দ করে আসর জমিয়ে দিত। মানুষ আনন্দ পেত ও খুশিও হত। সময়ও কেটে যেত, নিজেও জনপ্রিয় হত। ধীরে ধীরে এই হরবোলা একটা বিনোদনের জায়গা করে নিল। ধাপে ধাপে এই হরবোলার প্রসার বাড়তে থাকে। হরবোলা কেবলমাত্র মঞ্চে নয়, হরবোলাকে মানুষ কাজে লাগাতে থাকল নাটক ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বলা যেতে পারে, ভোরের বা সকালের, দুপুরের, সন্ধের

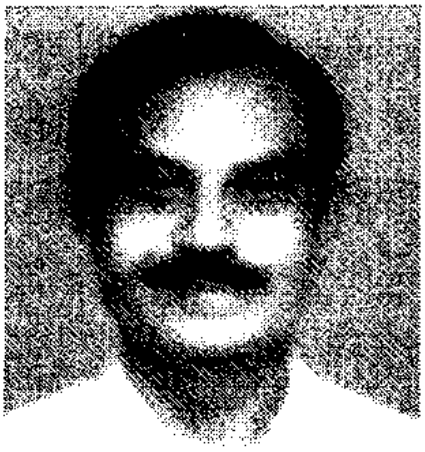

সুনীল আদক

বা গভীর রাতের দৃশ্যতে হরবোলা সংযোজনে বাস্তব রূপ তুলে ধরল। ফলে, নাটক ও চলচ্চিত্রের দৃশ্যটি জীবন্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে বেতার নাটক চলাকালীন হরবোলা সংযোজনায় কোন সময়কার দৃশ্য তুলে ধরেছেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এবার বেতার নাটকে হরবোলার কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরি। 'পুষ্পকীট'—এই নাটকে আমার হরবোলার প্রথম সংযোজন। ৯ই অক্টোবর ১৯৭৪ সালে প্রচারিত হয়। প্রযোজনায় ছিলেন জগন্নাথ বসু। অন্যান্য ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, প্রেমাংশু বসু। নাটকটিতে প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসার ঘটনা ছিল। প্রেমিক নৃপেন ছিল হরবোলা। প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে দিনের পর দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করত। একদিন চলার পথে রাস্তায় একটি মোষ শুয়ে ছিল। যাতায়াতের অসুবিধা বা ভয় পাচ্ছিল। তখন প্রেমিকা নৃপেনকে বলল—তুমি কেমন হরবোলা কর দেখব, তোমার ডাকে মোষ উঠে যায় কিনা-কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিক নৃপেন ডাক দিল। মোষটি ডাক শুনে উঠে পড়ল এবং পথ ছেড়ে দিল। প্রেমিক প্রেমিকা ওই রাস্তা ধরে চলতে লাগল। প্রেমিক নৃপেন এখানে-ওখানে চায়ের দোকানে হরবোলা শুনিয়ে বেড়াত। অনেকদিন পর-রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু বলল—এতদিন যে প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে, জনৈক কারখানার মালিক তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শুনে নৃপেন কুকুরের করুণ সুরের মত কাঁদতে লাগল। যেমনভাবে কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে যায়। এখানে নাটকটিতে হরবোলা সংযোজনায় শ্রোতাদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বেতার নাটক 'বেদিনী'-র কথা বলি। এই নাটকের প্রযোজক ছিলেন জগন্নাথ বসু। নাটকটি ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে প্রচারিত হয়েছিল। নাটকে বেদিনীর প্রিয় পোষা একটি কুকুর ছিল। কুকুরটির নাম ছিল 'টম্'। টম্-

কে খুব ভালবাসত। টম্ আর বেদিনী ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। জনৈক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেদিনীর যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। বেদিনী হঠাৎ মারা যায়। বেদিনীকে কবর দেওয়া হল। আর ডাক্তারবাবু বেদিনীর পোষা প্রিয় টম্-কে নিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। কিছুদিন পর ডাক্তারবাবু টম্-কে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। বেড়াতে বেড়াতে সেই কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে টম্-কে বললেন—'টম্ এই সেই বেদিনীর কবরস্থান'। বলামাত্র সঙ্গে সঙ্গে টম্-এর সেই করুণ আর্তনাদ (শব্দ) বেরিয়ে এল। নিজের প্রিয়জনের কথা স্মরণ করলে যেমন মানুষের চোখে জল এসে যায়, ঠিক টম্-এরও সেই অবস্থা হয়েছিল। বেদিনীর প্রতি কুকুরের যে গভীর প্রেম বা ভালোবাসা তা করুণ আর্তনাদের মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ পেল।

এই নাটকে বেদিনীর ভূমিকায় ছিলেন অনামিকা সাহা। রেকর্ডিং শেষ হবার পর অনামিকাদি আমায় বললেন—'সুনীলদা আপনি নাটকটা অনেক উঁচু জায়গায় পৌঁছে দিলেন'। হরবোলা বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। স্টক সাউণ্ড বা বেতার ভাণ্ডার থেকে পরিবেশন করলে নাটকের এই জায়গায় বাস্তব রূপটা ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত না। এইখানেই হরবোলা শিল্পীদের সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বেতার নাটকে হরবোলার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।

আজকাল মানুষ হরবোলার অভাব ও আর্থিক সঙ্কটের ফলে মঞ্চ নাটকে সিন্থেসাইজার বা অরগ্যান যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ পরিবেশন করে নাটকটাকে তুলে ধরেন দর্শকের সামনে। তাতে কোনোরকম কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় মাত্র। নাটকে পুরোপুরি সঠিক শব্দের প্রকাশ পায় না বা শ্রুতিমধুর হয় না। শব্দকে ঠিকঠাক জায়গায় প্রয়োগ করতে হলে চিন্তা, ভাবনা, স্থান অবশ্যই প্রয়োজন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পটি অনেকেরই জানা আছে। এই 'মহেশ' বেতার নাটক আকাশবাণী কলকাতায় ১৯৯৪ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রচারিত হয়েছিল। নাটকটির প্রযোজনায় ছিলেন সমরেশ ঘোষ। গফুরের ভূমিকায় ছিলেন—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়ো), আমিনার ভূমিকায়

ছিলেন শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদারের ভূমিকায় সমীর মজুমদার। আকাশবাণীর স্টুডিওতে রেকর্ডিং করতে চলেছেন সমরেশদা। সেইসময় সত্যদা বলছেন—"সমরেশবাবু, সাউন্ড রেকর্ডিং ও সব পরে করে নেবেন। সংলাপ রেকর্ডিং করে নিন"। যত বড়োই শিল্পী হন না কেন, সমরেশদা ছাড়ার লোক নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"না নাটকের সংলাপ ও সাউন্ড একই সঙ্গে যাবে"। যথারীতি তাই হল।

মহেশ-এর ক'দিন খাওয়া হয়নি। গফুর ফ্যান নিয়ে আসছে দেখে মহেশ (গরুর ডাক থাকবে) হাম্-হাম্ করে ফ্যান খেয়ে নেবে পরে জিবটা দিয়ে মুখটা চাটতে থাকবে (জিব চাটার শব্দ)। এই সময় নাটকের অভিনেতার সংলাপ না থাকলেও অভিনেতাকে অতিরিক্ত সংলাপ পরিবেশন করতে হবে। আহা! কতদিন খাসনি, নে—নে, খেয়ে নে। এখানেই বাস্তব ঘটনাটি ফুটে ওঠে। একমাত্র হরবোলার মাধ্যমে সম্ভব হয় বলে মনে করি। এখানে যদি স্টক সাউণ্ড

'কাকচরিত্র' বেতার নাটকে (বাঁদিক থেকে) সুনীল আদক (হরবোলা), প্রেমাংশু বসু, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, অমূল্য সান্যাল, অশোক মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র (নাট্যকার) ও জগন্নাথ বসু (প্রযোজক)।

বা বেতার ভাণ্ডার থেকে শব্দ পরিবেশন করা হত, তাহলে ঐ বাস্তব ঘটনাটা ফুটে উঠত না। আর অভিনেতাও অতিরিক্ত সংলাপ ব্যবহার করতেন না।

আকাশবাণীর বেতার নাটকের শ্রোতারা বিশ্বাস করবেন কি জানিনা। নাট্যপ্রযোজক সমরেশ বাবুর কথায় বলছি– 'মহেশ' নাটকে সমরেশবাবুকে শ্রোতারা দূরাভাষে বলেছিলেন–"আচ্ছা সমরেশদা, গরুটাকে কী করে স্টুডিও-র মধ্যে ঢুকিয়ে ছিলেন"। সমরেশদা স্বহাস্যে বলেছিলেন–"গরু নয় মানুষ"। কথা শুনে শ্রোতারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এটা কী করে সম্ভব হল। যাইহোক, এই স্বীকৃতি আমার এই হরবোলা জীবনে শ্রোতাদের কাছ থেকে বড়ো প্রাপ্তি বলে মনে করি। 'মহেশ' বেতার নাটকটি সর্বভারতীয় বেতার নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। 'বিজ্ঞানের নিয়মকানুন' ১৩-টি পর্বের ধারাবাহিকটি বেতারে প্রযোজিত হবে তার প্রস্তুতি চলছে। আকাশবাণী থেকে নাট্য প্রযোজক সমরেশদা ডেকে পাঠালেন। সমরেশদা বললেন–সুনীল এই বিজ্ঞানের নিয়মকানুনে অনেক পশুপাখির শব্দ আর আদিম মানুষের শব্দ আছে। আদিম মানুষ-তো চোখে দেখিনি আর সিনেমার পর্দায় দেখার সৌভাগ্যও হয়নি। মনে মনে ভাবছি আর চিন্তা করছি, একটা বিরাট পরীক্ষার মুখে পড়লাম। সমরেশদা আরও প্রশ্ন রাখছেন–যে আদিম মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়নি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ কথা বলতে শেখেনি, এই দু'য়ের মাঝে যে শব্দ বা আওয়াজ হতে পারে তা ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয়-একজন আদিম মানুষ বনে জঙ্গলে পশু শিকার করলে তার মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেটাও শব্দের মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আরো কঠিন সমস্যার মুখে পড়লাম। কিভাবে সমাধান করব বসে ভাবছি। ভাবতে ভাবতে সেই ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় আদিম মানুষের ছবি মনে ভেসে এল। চলে এলাম কল্পনার জগতে।

নাট্য প্রযোজক সমরেশ ঘোষ ও বিজ্ঞান বিভাগের ড. অমিত চক্রবর্তী আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। স্ক্রিপ্ট পড়ছেন ও নানা আলোচনা

চলছে। এই আলোচনার মাঝে আমার এই ক্ষুদ্র মগজে বেরিয়ে এল আদিম মানুষের শব্দ বা আওয়াজ। সবার উপস্থিতিতে শব্দ পরিবেশন করলাম। সমরেশদা শুনে বললেন—আমি এইটা চাইছিলাম। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুনে অবাক হলেন। আমার চিন্তার সমাধান হল।

দু'একদিন পরে রেকর্ডিং শুরু হল। তার কয়েকদিনের পর বেতারে প্রচারিত হচ্ছে ১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব। পরের বাকি পর্বের জন্য রেকর্ডিং ও এডিটিং-এর কাজ চলছে। ২৩শে জুন থেকে অগস্ট ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল। আমি আকাশবাণীতে অমিতদার সঙ্গে দেখা করতে যাই। অমিতদা বললেন—"সুনীল তুমি কি করেছ? নানা জায়গা থেকে, শ্রোতাদের কাছ থেকে নানা চিঠিপত্র এসেছে"। ভালো কি মন্দ প্রকাশ করলেন না। কথাটা শুনে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভাবলাম আমার শব্দ বা আওয়াজ শ্রোতাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারিনি। মনে কষ্ট হচ্ছে। চুপচাপ বসে আছি। টেবিলে বসে অফিসের কাজ করতে করতে অমিতদা বললেন—"সুনীল, 'বিজ্ঞানের নিয়মকানুন' শুনে শ্রোতারা পত্রে লিখেছেন—"আমরা যেন জঙ্গলের মধ্যে বসে আছি"। কথাটা শুনে আমার মনের কষ্ট হারিয়ে গেল। হাসিমুখ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এছাড়া বিভিন্ন প্রযোজকদের বহু নাটকে হরবোলার কাজ করেছি। এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বেতার নাটক হল— অজিত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত 'একটি কুকুরের শ্রেণীচরিত্র', জগন্নাথ. বসু প্রযোজিত 'হয়বদন', 'কাকচরিত্র', সমরেশ ঘোষ প্রযোজিত 'রাজমহিষী', 'বিহিত', 'ঘি', 'ইঁদুর', 'বৃক্ষসখা', ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার প্রযোজিত 'ভাসান', 'বিড়াল নিয়ে খেলা', 'অথ রাধিকা কথা', বিশ্বনাথ দাস প্রযোজিত, 'শ্যাম ও সমান', 'পলাশের দিন', আশিস গিরি প্রযোজিত 'পুণ্যিবালা', 'ওরা থাকা অন্ধকারে', 'অগ্নিবলয়ে পাখির গান', সিদ্ধার্থ মাইতি প্রযোজিত 'অথ সারমেয় কথা', 'আনন্দমঠ', পরিমল হেমব্রম

প্রযোজিত 'ডানার ঝড়', 'যাও পাখি', 'বাকসিদ্ধ বাঞ্ছারাম' প্রভৃতি।

শেষে একটা কথা বলি– যাত্রা বলুন, নাটক বলুন আর সিনেমাই বলুন যদি হরবোলাকে ঠিক জায়গায় অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে প্রয়োগ করা যায় তবেই তার বাস্তব রূপটা ফুটে উঠবে।

সুনীল আদক: লেখক আকাশবাণী অনুমোদিত হরবোলা শিল্পী।